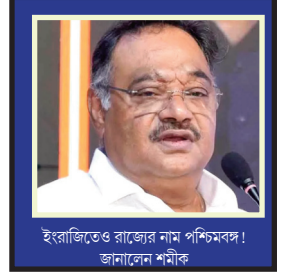




সাহেবের সঙ্গে পুজোয় অঞ্জলি
দেবেন সুমিত্রা

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



ইরাজিতেও রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ!
জানালেন শমীক

১৭ আশ্বিন ১৪৩৩।। সোমবার ৫ অক্টোবর ২০২৬ ১১ ম বর্ষ ৬০২ সংখ্যা ১৮ পাতা

পড়ুয়া বিক্ষোভে
উত্তাল ফ্রান্স! বন্ধু শয়ে
শয়ে স্কুল, রাজপথে ও
লক্ষ আন্দোলনকারী



কুমারী সঙ্গমে 'অমরত্ব',
বাবার রিসর্টে সুন্দরীর
জোগান! প্রকাশ্যে কিম
পরিবারের হারেম-কথা



ত্রিপুরায় ভিলেজ কমিটির
ভোটে তিপ্রা মথার জয়জয়কার!
দ্বিতীয় বিজেপি, ধুয়েমুছে সাফ
সিপিএম-কংগ্রেস



পা ভাঙা ইস্যুতে ফের মমতাকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর



নয়া জামানা : ২০২১ সালে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙেনি। মিথ্যা বলে ভোটআবহে ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দিন কয়েক আগে এমনই দাবি করেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই ঘটনার তদন্ত হবে বলেও জানানো হয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে পালটা সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই পা ভাঙা ইস্যুতেই মমতাকে হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। সাংবাদিক বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মমতাকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, অ্যাটাচাটি কম করুন। আরও বলেন, অদি এক্স রে প্লেট, এমআরআই রিপোর্ট যদি দেখাতে শুরু করি, বাড়ি থেকে বেরতে পারবেন না দিন কয়েক আগেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলে ৫ বছর আগে তাঁর বেশ কিছু মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই উঠছে আইনের প্রশ্ন। এভাবে কি বিনা অনুমতিতে কারও রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা যায়? এনিয়ং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ এসএসকেএমের ডিরেক্টর, সুপার ও বিভাগীয় প্রধানকে আইনি চিঠি ধরালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অর্ক নাগ। প্রশ্ন তুলেছেন, কোন নিয়মের ভিত্তিতে এমনটা করা হল? সেই বিষয়েই এবার পালটা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, প্রয়োজন হলে কোথা

থেকে কাগজটা পেয়েছি আমি বলে দেব। কাগজটা পিজিতে ছিল না। পিজিতে থাকার কথা নয়। উনি ভেবেছিলেন চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসবেন। উনি অনেক কাগজই ড্রয়ারে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক কাগজ বার করে নিয়ে যেতে পারেননি। এদিন শুভেন্দু বলেন, তথ্যস্বরূপ দপ্তর হয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলব, ওনার আইনজীবীর চিঠি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় জানেন না, উনি কেস করেছিলেন। কেসটা সিআইডি নিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এসএসকেএমে কোনও নথি পাওয়ার কথা নয়। বিজেপির নামে এফআইআর হয়েছিল। সিআইডি তদন্ত হয়। বিজেপি নেতা-কর্মীদের নামে সেসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এফআইআর করেছিলেন। সেই কথাও মনে করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই শুভেন্দু অধিকারী বলেন, প্রয়োজন হলে কোথা থেকে কাগজটা পেয়েছি আমি বলে দেব। কাগজটা পিজিতে ছিল না। পিজিতে থাকার কথা নয়। উনি ভেবেছিলেন চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসবেন। উনি অনেক কাগজই ড্রয়ারে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক কাগজ বার করে নিয়ে যেতে পারেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর রাজ্যে ফিরে আসতে পারবেন না, সেই কথা আরও একবার বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এসআইআর মামলায় জ্ঞানেশ কুমারকে 'সুপ্রিম' নোটিস

নয়া জামানা : এসআইআর (বিশেষ নিবিড় সংশোধন) মামলায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নোটিস দিল সুপ্রিম কোর্ট। মামলার প্রেক্ষিতে জবাব তলব করা হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও দুই কমিশনার সুখবীর সিং সান্থ ও বিবেক জোশীর কাছেও। যদিও জ্ঞানেশ কুমারকে সাসপেন্ড করার আবেদন খারিজ করেছে শীর্ষ আদালত। ৬ নম্বর ফর্মে বদল কে করেছে? কমিশনের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নেওয়া হয়েছিল কি না? সে বিষয়ে জবাব তলব করা হয়েছে জ্ঞানেশ কুমার ও বাকি ২ দুই নির্বাচন কমিশনারকে সম্প্রতি সর্বভারতীয় ইরাজি সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' একটি বিশ্লেষণের প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। সেখানে

দাবি করা হয়, একতরফা ভাবে এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বাকি দুই কমিশনারের আপত্তিতে আমল দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, নতুন ভোটারের নাম তোলার জন্য ফর্ম ৬-এ বদল করা হয়। যা নিয়ে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন তাঁরা। সংবাদপত্রের ওই প্রতিবেদনকে হাতিয়ার করে সম্প্রতি মামলা দায়ের হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সোমবার এই মামলার শুনানি করেন বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মালা বাগচী ও ভি মোহন্যার বৈষ্ণব। আবেদনকারী শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠি, রাকেশ কুমার সিং এবং সুধাকর সিং-এর আবেদন ছিল।

পুলিশে ১২ হাজার নিয়োগপত্র, বাড়ল 'কর্মবন্ধু'দের ভাতাও!

পড়ুয়াদের জন্যও 'কল্লতরু' শুভেন্দু

নয়া জামানা : রাজ্যে নতুন সরকারের প্রথম দুর্গাপূজা। আর তার আগে কার্যত 'কল্লতরু' মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নবম থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের কর্মক্ষেত্রে সচল করতে একগুচ্ছ নতুন ঘোষণা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তফসিলি জাতি-উপজাতি পড়ুয়াদের খাবারে বরাদ্দ বৃদ্ধি থেকে কর্মবন্ধুদের পারিশ্রমিক বাড়ানো, পুলিশে নিয়োগপত্র থেকে মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় নতুন প্রকল্প চালু, মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক ঘোষণায় উৎসবের মরশুমে খুশি হওয়া। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, খুব দ্রুতই আরও অনেক ক্ষেত্রে কাজ করতে বন্ধপরিকর রাজ্য সরকার। এমনকী আগামী ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ১৪ হাজারের বেশি নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। পুজোর আগে 'কর্মবন্ধু' অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সাফাইকর্মীদের ভাতা ৫ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা করা হল। চলতি মাসেই তা পাবেন অস্থায়ী কর্মীরা। আগামী ১০ তারিখ, মহালয়ার দিন রাজ্য পুলিশে ১১২ নম্বর অর্থাৎ জরুরি অবস্থায় পদক্ষেপের জন্য নম্বর চালু হচ্ছে। ওইদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন থানাকে ৪০০ গাড়ি ও ৪৫০ বাইক দেওয়া হবে। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল নবম। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, পুজোর আগে 'কর্মবন্ধু' অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সাফাইকর্মীদের ভাতা ৫ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা করা হল। চলতি মাসেই তা পাবেন অস্থায়ী কর্মীরা। আগামী ১০ তারিখ, মহালয়ার দিন রাজ্য পুলিশে ১১২ নম্বর অর্থাৎ জরুরি অবস্থায় পদক্ষেপের জন্য নম্বর চালু



হচ্ছে। ওইদিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন থানাকে ৪০০ গাড়ি ও ৪৫০ বাইক দেওয়া হবে। আর পরদিন, ১১ অক্টোবর রাজ্য পুলিশের প্রথম ব্যাচে প্রায় ১২ হাজার জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরে ১৪,৪৫৪ নতুন নিয়োগ হবে। ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে পরীক্ষা পদ্ধতি শেষ করে দ্রুত নিয়োগ পাবে। পিএসসি, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে সেই নিয়োগ হবে। বনদপ্তর, দমকল বিভাগ, কারাবিভাগ, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক-সহ একাধিক দপ্তরে চাকরি পাবেন যোগ্যরা শিক্ষাক্ষেত্রেও বেশ কিছু ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তফসিলি জাতি-উপজাতি শ্রেণিভুক্ত হস্টেল পড়ুয়াদের খাবারে বরাদ্দবৃদ্ধি হয়েছে। ১৮০০ টাকা থেকে ৩৩০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'ভগিনী নিবেদিতা স্কিম' চালু হল রাজ্যে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অবিবাহিত মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় ৩ বছর ধরে মোট ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

দপ্তরে ১৪,৪৫৪ নতুন নিয়োগ হবে। ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে পরীক্ষা পদ্ধতি শেষ করে দ্রুত নিয়োগ পাবে। পিএসসি, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে সেই নিয়োগ হবে। বনদপ্তর, দমকল বিভাগ, কারাবিভাগ, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক-সহ একাধিক দপ্তরে চাকরি পাবেন যোগ্যরা শিক্ষাক্ষেত্রেও বেশ কিছু ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তফসিলি জাতি-উপজাতি শ্রেণিভুক্ত হস্টেল পড়ুয়াদের খাবারে বরাদ্দবৃদ্ধি হয়েছে। ১৮০০ টাকা থেকে ৩৩০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'ভগিনী নিবেদিতা স্কিম' চালু হল রাজ্যে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অবিবাহিত মহিলাদের উচ্চশিক্ষায় ৩ বছর ধরে মোট ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

সোমে সুপ্রিম কোর্টে যোগ দিলেন নতুন ও বিচারপতি!

নয়া জামানা : দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলার পাহাড় জমে উঠেছে। এই অবস্থায় গত মে মাসে অতিরিক্ত ৪ জন বিচারপতি নিয়োগের সবুজসংকেত দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেই মতোই সোমবার নতুন তিন বিচারপতি যোগ দিলেন সুপ্রিম কোর্টে। এর ফলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে হল ৩৭। যদিও আরও একজন বিচারপতির আসন শূন্য

রইল। এদিন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জানান, গুজরাট হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুনিতা অগরওয়াল, দিল্লি হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং তেলেঙ্গানা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংকে দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারক হিসেবে উন্নীত করা হয়েছে। সামাজিকমাধ্যমের পোস্টে



একথা জানান তিনি সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম ২৮ সেপ্টেম্বর নতুন তিন বিচারপতির নাম সুপারিশ করেছিল। বর্তমানে শীর্ষ

আদালতের বিচারকের সংখ্যা ৩৪ জন হলেও, নতুন তিনবিচারপতির আনুষ্ঠানিক শপথ নিলেই এই সংখ্যা বেড়ে হবে ৩৭। উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতি-সহ শীর্ষ আদালতে বিচারপতির অনুমোদিত সংখ্যা এখন ৩৮। 'সুপ্রিম কোর্ট সংশোধনী আইন, ২০২৬'-এর আওতায় সম্প্রতি এই সংখ্যা ৩৪ থেকে বাড়িয়ে ৩৮ করা হয়েছে। যে সংশোধনীতে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি।





৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬



নয়া জামানা

পুরুষদের তুলনায় নারীরা কেন বেশি মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন?

অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকা, আর নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা - যেন সেটা কপালের ভেতর ড্রিল করে ঢুকে যাচ্ছে, এটি মাইগ্রেনে ভোগা অনেক মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত এক অভিজ্ঞতা। সম্পর্ক, চাকরি ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে অক্ষম করে দেওয়ার মতো এই শারীরিক অবস্থা। এটি বিশেষভাবে নারীদের বেশি প্রভাবিত করে। পুরুষদের তুলনায় নারীদের মাইগ্রেন আক্রমণের ঝুঁকি তিন গুণ বেশি। কিন্তু মাইগ্রেনের আক্রমণ কেন হয় এবং এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী করা যেতে পারে?

মাইগ্রেনের উপসর্গ কী?

যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা মাইগ্রেন ট্রাস্টের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রতি সাতজনের মধ্যে প্রায় একজন মাইগ্রেনে আক্রান্ত হন। সংখ্যাটি এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষের সমান। এটি একটি জিনগত ও স্নায়ুবিষয়ক অবস্থা, যা মস্তিষ্কে পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলে। যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা ন্যাশনাল মাইগ্রেন সেন্টারের মাইগ্রেন বিশেষজ্ঞ ডা. ক্যাটি মনরো বলেন, কিছু মানুষ এই জিন বহন করলেও কখনো সেটি সক্রিয় হয় না এবং তারা 'কোনো সমস্যা ছাড়াই জীবন পার করে দেন' কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহ্যিক কারণ মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু পথ সক্রিয় করে দিতে পারে। এর ফলে নিউরোকেমিক্যাল নিঃসৃত হয়, যা মাইগ্রেনের উপসর্গকে উদ্দীপিত করে। এর মধ্যে মাথাব্যথা থাকতে পারে, তবে বমি, মাথা ঘোরা এবং ড্রেন ফগও হতে পারে।

মাইগ্রেন নিয়ে 'হেডস আপ' নামের একটি পডকাস্টের উপস্থাপক ডা. মনরো বলেন, 'কখনো মানুষের এক ধরনের উপসর্গ দেখা যায়, আবার পরেরবার তা কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও এটি ভিন্ন হতে পারে এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়েও এর পরিবর্তন হতে পারে।'

মাইগ্রেনের আক্রমণের কারণ কী?

কেবল একটি বিষয়ই যে ব্যথার শুরু করবে, এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। ছোট ছোট নানা কারণ জমতে জমতে একজন আক্রান্ত ব্যক্তির সহনসীমা অতিক্রম করতে পারে। এর মধ্যে থাকতে পারে হরমোনের পরিবর্তন, রক্তে শর্করার মাত্রার অনিয়ম এবং কম বা দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের সমস্যা। এতে মানসিক চাপও বড় ভূমিকা রাখে। তবে দীর্ঘ চাপের পর হঠাৎ শান্ত সময়ও এটি আক্রমণ শুরু করতে পারে। ডা. মনরো বলেন, নারীদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে দেখা যায়। তিনি বলেন, 'পরিবারের সবকিছু সচল রাখা, একসঙ্গে অনেক কাজ সামলানো, পরিবারের সবার সময়সূচি দেখাশোনা করা, এগুলো প্রায়ই আমরা নারীরাই করে থাকি।' আবহাওয়ার পরিবর্তন, যেমন তাপমাত্রা, বায়ুচাপ এবং আর্দ্রতার পরিবর্তনও আক্রমণের কারণ হতে পারে। এটি হতে পারে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে শরীরের খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়ার কারণে, যেমন বায়ুচাপের পরিবর্তন, অথবা এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় যেমন পানিশূন্যতার কারণে শরীরে আয়রনের স্বল্পতা, সিলিয়াক রোগ বা থাইরয়েডের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যাও মাইগ্রেনের কারণ হতে পারে। প্রসঙ্গত, সিলিয়াক রোগ একটি



অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকা, আর নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা - যেন সেটা কপালের ভেতর ড্রিল করে ঢুকে যাচ্ছে, এটি মাইগ্রেনে ভোগা অনেক মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত এক অভিজ্ঞতা। সম্পর্ক, চাকরি ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে অক্ষম করে দেওয়ার মতো এই শারীরিক অবস্থা। এটি বিশেষভাবে নারীদের বেশি প্রভাবিত করে। পুরুষদের তুলনায় নারীদের মাইগ্রেন আক্রমণের ঝুঁকি তিন গুণ বেশি। কিন্তু মাইগ্রেনের আক্রমণ কেন হয় এবং এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী করা যেতে পারে?

অটোইমিউন অবস্থা, যেখানে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্লুটেনের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়, যা কখনো কখনো ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষতি করে। প্রায় ১০ শতাংশ শিশুর মাইগ্রেন হয় এবং এতে ছেলে ও মেয়ে সমানভাবে আক্রান্ত হয়। কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে পরিস্থিতি বদলে যায়, যখন মেয়েদের মাসিক চক্র শুরু হয় সোবেক জিপি (জেনারেল প্র্যাকটিশনার) ডা. মনরো বলেন, 'এটি এমন একটি কারণ, যার ফলে মেয়েরা সংখ্যায় এগিয়ে যায় এবং পুরুষদের তুলনায় বেশি নারী মাইগ্রেনে ভোগেন। আর মেনোপজ পর্যন্ত পুরো জীবনজুড়েই আমরা এটি দেখতে পাই।' হরমোনের ওঠানামা একটি বড় উদ্দীপক। আর মাসিক শুরুর ঠিক আগে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণে এই সময়ে আক্রমণ বিশেষভাবে কষ্টদায়ক হতে পারে। পেরিমেনোপজে, অর্থাৎ মাসিক পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আগের রূপান্তর পর্যায়ে, হরমোনের দ্রুত পরিবর্তনও মাইগ্রেনকে আরও খারাপ করতে পারে। তিনি বলেন, 'হরমোন তখন পুরোপুরি এলোমেলো অবস্থায় থাকে। পেরিমেনোপজে মাইগ্রেন অনেক, অনেক নারীর জন্য বড় একটি সমস্যা।' তবে বিষয়টি শুধু হরমোনের নয়।

তিনি বলেন, 'হতে পারে আপনি একদিকে কিশোর সন্তান, অন্যদিকে বয়স্ক বাবা-মায়ের দায়িত্ব একসঙ্গে সামলাচ্ছেন। আবার মেনোপজজনিত উপসর্গের কারণে হয়তো ঘুমও ভালো হচ্ছে না।' মেনোপজের পর হরমোনের মাত্রা তুলনামূলক স্থিতিশীল হয়ে যাওয়ায় আক্রমণের তীব্রতা ও সংখ্যা কমে আসতে পারে।

কীভাবে বুঝবেন যে আপনার মাইগ্রেনের সমস্যা হচ্ছে?

এটা সাধারণত চারটি ধাপে ঘটে।

প্রথম ধাপটি হলো প্রোড্রোমাল বা পূর্বাভাস ধাপ, যখন মস্তিষ্কে পরিবর্তনগুলো জমতে শুরু করে। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে হাই তোলা, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা ঘাড়ে ব্যথার মতো সতর্ক সংকেত দেখা যায়। পরবর্তী ধাপ হলো অরা, যা সাধারণত এক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এতে চোখের সামনে জিগজ্যাগ রেখা বা সাদা দাগের মতো দৃশ্যগত পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। এটি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রোগীর ক্ষেত্রে ঘটে। এরপর মাথাব্যথা বা প্রভাব পর্যায় শুরু হয়, যা চার ঘণ্টা থেকে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। কিছু মানুষের বমি বমি ভাব এবং বমিও হতে পারে। শেষ ধাপটি

পোস্ট-ড্রোমাল বা 'হ্যাংওভার' পর্যায় নামে পরিচিত, যা মাথাব্যথা অনেকটাই কমে যাওয়ার পর আরও এক বা দুই দিন স্থায়ী হতে পারে। ডা. মনরো বলেন, 'মনে হয় যেন আপনার ওপর দিয়ে একটি স্টিমরোলার চলে গেছে। আপনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছেন। আর এই সময়েই মানুষ সাধারণত কাজে ফিরে যায়, কিন্তু তখনো তারা পুরোপুরি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না।' জীবনযাপনে কী পরিবর্তন আনলে মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে?

প্রচলিতভাবে মাইগ্রেনে আক্রান্ত মানুষদের কফি বা চকলেটের মতো সম্ভাব্য উদ্দীপক খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু ডা. মনরো বলেন, এর পরিবর্তে যতটা সম্ভব নিয়মিত জীবনযাপন বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তিনি ব্যাখ্যা করেন, একজন 'মাইগ্রেন গোয়েন্দা' হয়ে আক্রমণ স্পষ্ট হওয়ার আগের দুই বা তিন দিনে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল, তা খুঁজে দেখলে উপকার হতে পারে। কারণ তখন সেসব বিষয় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যায়। তবে, জীবন সবসময় পরিকল্পনাযুক্ত চলবে না। ডা. মনরো বলেন, 'আমরা কেউই নিখুঁত হতে পারি না। তাই

অপরাধবোধে নিজেকে কষ্ট দেবেন না। আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন।' নিয়মিত খাবার খাওয়া এবং রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যেতে না দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে ভালো ঘুম নিশ্চিত করার চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব নিয়মিত একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও জেগে ওঠাও জরুরি। ব্যায়াম সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি মাইগ্রেনের উদ্দীপক হতে পারে। তাই আক্রান্তদের দেখা উচিত তারা যথেষ্ট খাবার ও পানি গ্রহণ করছেন কিনা। ডা. মনরো বলেন, এ কারণেই সাপ্তাহিক ছুটির সময়টাকে ঝুঁকিপূর্ণ সময় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। এ সময় আমরা এমন কী করি যা অন্য দিনের চেয়ে ভিন্ন? তিনি বলেন, 'হয়তো আপনি কাজ শেষ করতে তাড়াহুড়া করছেন। হয়তো সন্ধ্যায় একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং একটু দেরিতে ঘুমাতে যাচ্ছেন যা সপ্তাহের অন্য দিন করেন না। তাই ভাবতে হবে কী পরিবর্তিত হচ্ছে এবং কীভাবে সেটিকে আরও নিয়মিত করা যায়।'

কোন কোন সাপ্লিমেন্ট ও ওষুধ সাহায্য করে? কার্যকর ওষুধ দিয়ে খুব দ্রুত মাইগ্রেনের আক্রমণের চিকিৎসা শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'অনেক মানুষ অপেক্ষা করেন, দেখার জন্য যে এটি খুব খারাপ আকার ধারণ করছে কিনা। তৎক্ষণে তুষারগোলার মতো এর প্রভাব এত বড় হয়ে যায় যে আপনি যা-ই করুন না কেন, তা আর থামতে পারবেন না। শুরুতেই ওষুধ খেলে সেই তুষারগোলাকে থামিয়ে দেওয়া যায়।' ডা. মনরো বমি প্রতিরোধক একটি ট্যাবলেট এবং ব্যথানাশক, যেমন আইবুপ্রোফেন বা অ্যাসপিরিন বিবেচনা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্যারাসিটামল তুলনামূলক কম কার্যকর। আর কোডিন ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করেন, কারণ এটি মাথাব্যথা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। এ ছাড়া ট্রিপটানস নামে মাইগ্রেনের জন্য বিশেষ কিছু ওষুধ রয়েছে, যা চিকিৎসকেরা দিতে পারেন। ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন বি২-এর মতো কিছু সাপ্লিমেন্ট ব্যথার আক্রমণের সংখ্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে বলে কিছু প্রমাণ রয়েছে বলে তিনি জানান। যেসব নারী মাসিকের সময় মাইগ্রেনে ভোগেন, তারা প্রায়ই দেখেন যে গর্ভনিরোধক পিল হরমোনের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। আবার পেরিমেনোপজের সময় এইচআরটিও উপকারী হতে পারে। বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করেছেন কোন নিউরোকেমিক্যালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিজিআরপি নামে একটি পেপটাইড কিছু মানুষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এর প্রভাব প্রতিরোধ করার চিকিৎসাও রয়েছে। অন্যান্য চিকিৎসার মধ্যে বোটক্সও রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি ব্যথা-সৃষ্টিকারী রাসায়নিকের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এ ছাড়া আকুপাচার, যোগব্যায়াম, তাই চি এবং ব্যথা উপশম থেরাপির মতো সামগ্রিক পদ্ধতিও উপকার করতে পারে। ডা. মনরো বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আরও তথ্য খোঁজা এবং নিজেকে সচেতন করা। তিনি বলেন, 'আশার অনেক কারণ রয়েছে। তাই হাল ছেড়ে দেবেন না এবং ভাববেন না যে আপনি সবকিছুই চেষ্টা করে ফেলেছেন, কারণ বাস্তবে তা নয়।'





৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

বামপন্থীদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ

গণতন্ত্রের সংকট

উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর, হাবরা থেকে বিরাটি; গান্ধী জয়ন্তীর দিনে রাজ্যজুড়ে সিপিআইএম ও বাম গণসংগঠনগুলির ওপর যে নজিরবিহীন আক্রমণ নেমে এল, তা বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক অন্ধকার অধ্যায়কে ফের উসকে দিল। দত্তপুকুরে একাধিক পার্টি অফিস ভাঙচুর করে আগুন লাগানো, হাবড়ায় ডিওয়াইএফআইয়ের সভায় মারধর এবং বিরাটির বণিক মোড়ে সিপিআইএমের সভামঞ্চ ও চেয়ার-টেবিল গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক ভিন্নমত দমনে হিংসাকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে। এই তাণ্ডবের সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা গেছে বিরাটিতে। বয়স্ক বৃদ্ধা থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী; কেউই এই হিংসার হাত থেকে রেহাই পাননি। মাথায় আঘাত নিয়ে প্রবীণদের রক্তস্রাব হওয়ার ছবি বা জম্মিবাহিনীর মতো তেড়ে আসা আক্রমণকারীদের সামনে কমরেড

অঙ্কিতা দত্ত চৌধুরীর গান্ধীর ছবি হাতে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য একাধারে যেমন চরম দুষ্কৃতি রাজের চিত্র ফুটিয়ে তোলে, অন্যদিকে তেমনি বাম কর্মীদের আদর্শগত দৃঢ়তা ও প্রতিবাদের স্পৃহাকেও তুলে ধরে। ভাঙা মঞ্চ এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই ফের সভা করার যে জেদ ও ঘোষণা বাম নেতৃত্ব দেখিয়েছে, তা রাজনৈতিক দমনপীড়নের মুখেও টিকে থাকার এক কঠিন বার্তা। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিরোধী দলের সভা করার অধিকারকে এভাবে বলপ্রয়োগ করে কেড়ে নেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া, পার্টি অফিসে আগুন লাগানো কিংবা রক্ত বরানোর ঘটনা আইনের শাসনকে চরম উপহাস করে। এই ধারাবাহিক আক্রমণ কেবল বামপন্থীদের কোণঠাসা করার চেষ্টা নয়, বরং রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক সহনশীলতা ও নাগরিক স্বাধীনতার করুণ



দশারই প্রতিফলন। ভয় দেখিয়ে বা স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করা যায় না; ইতিহাস প্রতিরোধই নতুন রাজনৈতিক লড়াইয়ের হিংসার সংস্কৃতি তৈরি করে মতপ্রকাশের সাক্ষী, দমনপীড়নের আঁধার পেরিয়ে এই জমি তৈরি করে।

পুজোর আগে টাকা চেয়ে হাইকোর্টে মমতা তৃণমূল

দুর্গাপুজোর আগে দলের খরচ চালাতে টাকা ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল মমতা তৃণমূল। কর্মীদের বেতন, বাড়ি ভাড়া-সহ দৈনন্দিন খরচ মেটাতে সমস্যা হচ্ছে বলে আদালতে জানানো হয়েছে। তবে বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে শুনতে চেয়ে যে আবেদন করা হয়েছিল, সোমবার তা গ্রহণ করেনি হাই কোর্ট। পুজোর ছুটির পরে মামলাটি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে উঠতে পারে। ঘটনার সূত্র কয়েক মাস আগের। অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে মমতা-পন্থী তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে যায় কালীঘাট শিবির। পরে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য সীমিত ভাবে ওই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহারের অনুমতি দেন। তবে টাকা তোলার উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুরত তালুকদারকে বিশেষ আধিকারিক

হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আদালতের নির্দেশ ছিল, দলের প্রয়োজনীয় খরচের বাইরেই হচ্ছেমতো টাকা তোলা যাবে না। বিশেষ আধিকারিকের নজরদারিতেই আর্থিক লেনদেন করার কথা। সেই ব্যবস্থার মধ্যেই পুজোর আগে ফের টাকার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে দাবি



মমতা শিবিরের। তাদের বক্তব্য, বিশেষ আধিকারিকের কাছে অর্থ চেয়েও তা মিলছে না। ফলে কর্মীদের বেতন এবং অফিসের বাড়ি ভাড়া দেওয়া নিয়েও সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে দ্রুত শুনানির আর্জি

জানানো হয়। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ হওয়ায় আপাতত পুরনো ব্যবস্থাই বহাল থাকছে। এর মধ্যেই তৃণমূলের দুই শিবিরের নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে দলের আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আরও জটিল হয়েছে। মমতা শিবিরের দাবি, উপনির্বাচনের আগে দলের নাম ও

প্রতীক সংক্রান্ত পরিস্থিতিও বিশেষ আধিকারিককে জানানো হয়েছে। আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। তার ঠিক আগে দলের টাকা ব্যবহারের অধিকার নিয়ে আইনি টানাপোড়েন নতুন মাত্রা পেল।

মিলনকে লড়াইয়ে রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নন্দীগ্রামে ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে নিয়ে আইনি জট আপাতত কাটল। কলকাতা হাই কোর্টের দেওয়া আশ্রয় জামিনে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। ফলে মঙ্গলবারের উপনির্বাচনে মিলন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। তবে মামলাটি এখানেই শেষ হচ্ছে না। ভোটপর্ব মিটলে ফের শুনানি হবে। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বৈঠকে শুনানিতে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। মিলনের বিরুদ্ধে খুন এবং বিস্ফোরণের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে বলে আদালতে দাবি করেন তিনি। সেই কারণে হাই কোর্টের জামিনের নির্দেশ বাতিল করার আবেদন জানায় রাজ্য। মিলনের আইনজীবী অবশ্য অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত ভোটের আগে জামিনে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নেয় শীর্ষ আদালত। আদালতের বক্তব্যের মূল সূত্র ছিল, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হোক এবং মিলনকে ভোটে লড়ার সুযোগ দেওয়া হোক। শুনানিতে অবশ্য মামলার পুরনো ইতিহাস নিয়েই বড় প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ



আদালত। ২০০৭ সালের জমি-সংক্রান্ত সংঘর্ষের ঘটনায় বহু জনের বিরুদ্ধে একসঙ্গে মামলা হয়েছিল। মিলনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও এত বছর পুলিশ কেন কোনও পদক্ষেপ করেনি, সেই প্রশ্ন ওঠে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের পর্যবেক্ষণ, এমন পরিস্থিতিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা উচিত। অর্থাৎ, ভোটের ময়দানে মিলনের প্রার্থিতা আপাতত অক্ষুণ্ণ থাকলেও মামলার তদন্ত ও পুলিশি ভূমিকা নিয়ে নতুন

প্রশ্ন তৈরি হল। রাজ্যের আবেদন ছিল, গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগ থাকা অবস্থায় প্রার্থীকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া উচিত নয়। অন্য দিকে, মিলনের পক্ষের বক্তব্য ছিল, বহু পুরনো মামলাকে সামনে রেখে ভোটের ঠিক আগে তার নির্বাচনী লড়াই থামানো হচ্ছে। এই আইনি টানাপোড়েনের মধ্যেই মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে ভোট। ফলে ভোটের ফলাফলের পাশাপাশি মিলনকে ঘিরে চলা মামলার পরবর্তী শুনানিও রাজনৈতিক মহলের নজরে থাকবে।

সম্পাদকীয়

৫ অক্টোবর ২০২৬ ১১ শনিবার

ককপিটে কালো ছায়া!

আকাশপথে নিরাপত্তা মানে শুধু যন্ত্রের নিখুঁত পরিচালনা নয়, মানুষকেও হতে হয় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা-প্রাচীর। কিন্তু সেই ককপিটেই যদি সহ-পাইলটের বিরুদ্ধে ওঠে হামলার অভিযোগ তাহলে প্রশ্ন শুধু একটি বিমানের নয় প্রশ্ন ওঠে গোটা বিমান-নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর। ৩০ সেপ্টেম্বর দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানে ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্চারের উপর তাঁরই কো-পাইলট হামলা করেন বলে অভিযোগ। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কর্তৃপক্ষ শনিবার ঘটনাটিকে ‘সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চেষ্টা’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত কুঠার দিয়ে ক্যাপ্টেনকে আক্রমণ করে বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ঘটনার ভয়াবহতা আরও বাড়ে যখন বিমানটি আচমকাই বিপজ্জনকভাবে উচ্চতা হারাতে শুরু করে। গুরুতর আহত অবস্থাতেও ক্যাপ্টেন স্মিত ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হন। এরপর যাত্রী ও ক্রম সদস্যরা অভিযুক্ত কো-পাইলটকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিমানে থাকা অন্য পাইলটরা দায়িত্ব নিয়ে বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করান। বিমানে থাকা ১৭৪ জন যাত্রী ও ক্রম শেষ পর্যন্ত নিরাপদে রক্ষা পান। ঘটনার পর সামনে এসেছে কো-পাইলট হামাম আলহাম্মির নাম। তিনি ওমানের নাগরিক বলে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। কিন্তু নাম ও পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সামনে এসেছে আরও বড় প্রশ্ন এই ব্যক্তির অতীত কি যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছিল? বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, হামাম এর আগে ওমান এয়ারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ২০২৪ সালে তাঁর উড়ান-সংক্রান্ত দায়িত্বে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। তাঁর কথিত উগ্রপন্থী মতাদর্শ নিয়ে তখন নিরাপত্তা-উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল বলেও কয়েকটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-এই দাবিগুলির সবকটি এখনও সরকারি তদন্তে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আল জাজিরাও জানিয়েছে, তাঁর পরিচয় ও কথিত মতাদর্শ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে সব তথ্য নিশ্চিত করা হয়নি। আর এখানেই আসল প্রশ্ন যদি অতীতে তাঁর বিরুদ্ধে সত্যিই কোনও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ তৈরি হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী সময়ে তিনি কীভাবে অন্য আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থায় কাজের সুযোগ পেলেন? তাঁর পেশাগত ইতিহাস, নিরাপত্তা-সংক্রান্ত রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত পটভূমি কি একাধিক স্তরে যাচাই করা হয়েছিল? আর যদি যাচাই করা হয়ে থাকে তাহলে কোনও সতর্কবার্তা কি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির কাছে পৌঁছেছিল? প্রশ্নগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ ঘটনটি ঘটেছে এমন একটি রুটে যার গন্তব্য ছিল তেল আভিভ। বিমান চলাচলে একজন পাইলটের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা মতাদর্শ নয়, তাঁর আচরণ, পেশাগত সক্ষমতা এবং নিরাপত্তা-সুঁকিই মূল বিবেচ্য হওয়ার কথা। তাই কোনও ব্যক্তির জাতীয়তা বা ধর্মীয় পরিচয়কে সন্দেহের ভিত্তি করা যেমন অনুচিত, তেমনই অতীতের কোনও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সতর্কতা থাকলে তা উপেক্ষা করাও ভয়ংকর হতে পারে। এই ঘটনায় তাই আবেগের চেয়ে প্রয়োজন তথ্যের পূর্ণাঙ্গ যাচাই। ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্চার যে সাহসিকতায় পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু একজন পাইলটের বীরত্ব দিয়ে একটি ব্যবস্থার দুর্বলতা ঢেকে রাখা যায় না। ককপিটে বসা প্রত্যেক কর্মীর নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, মানসিক ও আচরণগত মূল্যায়ন এবং নিরাপত্তা যাচাই সবকিছুর প্রক্রিয়াই এবার নতুন করে খতিয়ে দেখার দাবি রাখে কারণ আকাশে ভুলের দ্বিতীয় সুযোগ থাকে না। একটি বিমানে শত শত মানুষের জীবন কয়েকজন মানুষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। সেখানে একজনের অতীত নিয়ে যদি সামান্যতম নিরাপত্তা-সংশয়ও থেকে থাকে, তার উত্তর খুঁজে বের করা জরুরি। এই ঘটনার তদন্ত তাই শুধু হামাম আলহাম্মির উদ্দেশ্যে জ্ঞানার তদন্ত নয়, এটি আন্তর্জাতিক বিমান নিরাপত্তার ‘ভেটিং’ ব্যবস্থারও পরীক্ষা।

ফ্লাইদুবাই FZ1073

দানবের বিরুদ্ধে মানবের লড়াই

কানাই দাস, আসাম



একদিকে মানুষের হাতে তৈরি আধুনিক উড্ডোজাহাজ। অন্যদিকে মানুষেরই ভিতরে লুকিয়ে থাকা হিংসা। মাঝখানে আকাশে ভেসে চলা শতাধিক প্রাণ। ৩০ সেপ্টেম্বর ফ্লাইদুবাইয়ের চট্ট০৭৩ বিমানকে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনা যেন এই দুই অকল্পনীয় শক্তির মুখোমুখি দাঁড়ানোর এক বাস্তব ছায়াছবি। দুবাই থেকে তেল আভিভ যাচ্ছিল বিমানটি। মাঝ আকাশে ককপিটে দুই পাইলটের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্চার গুরুতর আহত হন। বিমানটি হঠাৎ প্রচণ্ড উচ্চতা হারাতে শুরু করে। জরুরি সংকেত পাঠানো হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। পরে যাত্রী ও অন্য পাইলটদের সহায়তায় বিমানটি সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি ছিল আরও আগে। গুরুতর আহত অবস্থাতেও ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্চার ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হন। সেই সুযোগেই যাত্রী ও ক্রমের রা ককপিটে ঢুকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেন। পরে অন্য পাইলটরা বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেন। তার সেই কয়েক মুহূর্তের সাহস কতগুলি জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছে, তা এখন বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয়। ঘটনায় একটি ভারতীয় নাম। যা আজ আন্তর্জাতিক আলোচনায় কেন্দ্রবিন্দু-স্মিত মাচ্চার। তিনি কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন না। হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না। তাঁর সামনে কোনও শত্রুসেনা ছিল না। তিনি ছিলেন নিজের কর্মক্ষেত্রে, একটি বিমানের ককপিটে। কিন্তু যখন বিপদ এল, তখন নিজের প্রাণের কথা না ভেবে যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সামনে রেখে ছিলেন। এখানেই ‘মানব’ এবং ‘দানব’-এর পার্থক্য দানব মানুষকে পরিচয় দিয়ে দেখে, কে কোন ধর্মের, কোন দেশের, কোন জাতির, কি নাম। মানব মানুষকে প্রথমে মানুষ হিসেবে দেখে। এই কথাটিই ভারতের বহু প্রাচীন মনীষীরা আমাদের শিখিয়েছে। উপনিষদের ভাবনায় এসেছে, ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ সমস্ত পৃথিবী এক পরিবার। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের নথিতেও মহোপনিষদ এর -উৎসারিত এই ধারণাকে One Earth- One Family- One Future-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ভারতের মাটিতে বৃদ্ধ অহিংসার কথা বলেছেন। মহাবীর জীবমাত্রেরই তার



একদিকে মানুষের হাতে তৈরি আধুনিক উড্ডোজাহাজ। অন্যদিকে মানুষেরই ভিতরে লুকিয়ে থাকা হিংসা। মাঝখানে আকাশে ভেসে চলা শতাধিক প্রাণ। ৩০ সেপ্টেম্বর ফ্লাইদুবাইয়ের চট্ট০৭৩ বিমানকে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনা যেন এই দুই অকল্পনীয় শক্তির মুখোমুখি দাঁড়ানোর এক বাস্তব ছায়াছবি। দুবাই থেকে তেল আভিভ যাচ্ছিল বিমানটি। মাঝ আকাশে ককপিটে দুই পাইলটের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্চার গুরুতর আহত হন। বিমানটি হঠাৎ প্রচণ্ড উচ্চতা হারাতে শুরু করে। জরুরি সংকেত পাঠানো হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। পরে যাত্রী ও অন্য পাইলটদের সহায়তায় বিমানটি সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি ছিল আরও আগে। গুরুতর আহত অবস্থাতেও ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্চার ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হন। সেই সুযোগেই যাত্রী ও ক্রমের রা ককপিটে ঢুকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেন।

প্রতি করুণার কথা বলেছেন। অশোক যুদ্ধের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার পর ধর্ম, সহমর্মিতা, সহধর্মিতা ও মানুষের সর্বময় কল্যাণের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে গান্ধী অহিংসাকে রাজনৈতিক ও নৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার একটি দীর্ঘ ধারা মানুষকে ধ্বংস করার চেয়ে মানুষকে বাঁচানোর পথ খুঁজেছে। শুধু দর্শন নয়, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মনীষার অবদান বিশ্বমানবতার সম্পদ হয়ে উঠেছে। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, যোগ, দর্শন, ভাষা ও সাহিত্যের নানা জ্ঞান, লোকায়ত সেবা ভারত থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছেছে। ভারতের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির বিপুল ভাণ্ডার আজও

সেই জ্ঞানচর্চার সাক্ষ্য বহন করছে। তাই ভারতকে বোঝার জন্য শুধু বর্তমানের কিছু ঘটনা দেখলে চলবে না। দেখতে হবে তার বহু হাজার বছরের জ্ঞান ও মানবিকতার ধারাটিকেও। তবে তার অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিংসা, যুদ্ধ বা সংঘাত ছিল না। ছিল। কোনও দেশের ইতিহাসই সম্পূর্ণ রক্তহীন নয়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার একটি শক্তিশালী বৌদ্ধিক ও নৈতিক প্রবাহ বারবার মানুষকে হিংসার উর্ধ্ব উঠে বৃহত্তর মানবতার কথা ভাবতে শিখিয়েছে। ফল্গু নদীর মতোই আবহমানকাল ধরে বয়ে চলেছে এই মানবিকতার ধারা। পৃথিবী ধ্বংসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা চলবে আজ সেই মানবতারই একটি আধুনিক উদাহরণ যেন ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্চার। তিনি বিমানে থাকা

মানুষগুলির ধর্ম জিজ্ঞাসা করেননি। তাঁদের নাগরিকত্ব জিজ্ঞাসা করেননি। বিপদের মুহূর্তে তাঁর কাছে তারা ছিলেন যাত্রী-মানুষ। এই জায়গাটিই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব যখন ধর্মের নামে, জাতির নামে, পরিচয়ের নামে বিভাজিত হয়, তখন একজন ভারতীয় পাইলটের আহত শরীর যেন অন্য একটি বার্তা দেয়-মানুষকে বাঁচানোই শেষ পর্যন্ত মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়। চট্ট০৭৩-এর ঘটনার পূর্ণ সত্য, হামলার উদ্দেশ্য এবং ঘটনার নেপথ্যের কারণ এখনও তদন্তাধীন। তাই কোনও জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়কে এই ঘটনার জন্য দায়ী করা ঠিক হবে না। কিন্তু একটি সত্য ইতিমধ্যেই স্পষ্ট-বিপদের মুহূর্তে কয়েকজন মানুষ অন্য মানুষকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সামনে উঠে এসেছে ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্চারের নাম। আজ তাই তাঁর জন্য শুধু ভারত নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের শুভকামনা থাকা স্বাভাবিক। আকাশে উড়ন্ত একটি বিমান হয়তো কয়েক মিনিটের জন্য পৃথিবীর সব সীমান্ত ভুলে যায়। সেখানে ভারত, ইজরায়েল, আরব, পাকিস্তান বা অন্য কোনও দেশের আলাদা আকাশ থাকে না। থাকে একই আকাশ, একই বাতাস, একই জীবন। স্মিত মাচ্চারের সাহস আমাদের সেই সহজ সত্যটিই আবার মনে করিয়ে দিল। দানব ধ্বংস করতে চায়। মানব বাঁচাতে চায়। চট্ট০৭৩-এর আকাশে, সেই কঠিন কয়েক মিনিটে, মানবতার পক্ষেই শেষ পর্যন্ত দরজা খুলেছিল। স্মিত মাচ্চার - আপনার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। আপনার সাহসের প্রতি রইল আপামর ভারতবাসীর - নমস্কার, আদাব, সালাম।

তথ্যসূত্র

সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া বিভিন্ন জনের লেখনি, বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল থেকে সংগ্রহ করা নানা রকম তথ্য।



৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

ময়নাগুড়ি বাজারে খাদ্যদ্রব্যের অভিযান

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি : ময়নাগুড়ি বাজারে বিভিন্ন খাবারের দোকানে অভিযান চালান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। খাবারের মান, ফুড লাইসেন্স-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখতে সোমবার বিভিন্ন দোকানে তল্লাশি চালানো হয়। এদিন ময়নাগুড়ি বাজারের বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ, ফলের দোকান, কেকের দোকান, মিষ্টির দোকান, আইসক্রিম ফ্যাক্টরি এবং প্যাকেটজাত খাবারের দোকানে অভিযান চালান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অধিকারিকরা। অভিযানে তাঁদের সঙ্গে ছিল ময়নাগুড়ি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস, প্রচুর পুলিশ কর্মীরা এবং ময়নাগুড়ি দমকল বিভাগের অধিকারিকরা। শুধু খাবারের মান বা লাইসেন্স পরীক্ষা নয়, দোকানগুলিতে অগ্নি নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং গ্যাসের চুল্লি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিষয়ে দোকানদারদের সচেতন করা হয়। এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দেবশীষ মন্ডল। তিনি জানান, ডিএমের নির্দেশে এই যৌথ পরিদর্শন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হল, সাধারণ ক্রেতারা যাতে সঠিক মূল্যে সঠিক ও



নিরাপদ পণ্য পান তা নিশ্চিত করা। দেবশীষ মন্ডল বলেন, ক্রেতাদের পাশাপাশি বিক্রেতাদেরও সচেতন হওয়া জরুরি। সরকারি দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে রাখতে হবে। পাশাপাশি খাদ্য প্রস্তুত, প্যাকেজিং এবং বিক্রির ক্ষেত্রে সমস্ত নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার কথাও জানান তিনি। ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, কেনাকাটার সময় পণ্যের ওজন, সরকারি নির্ধারিত চিহ্ন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ভালোভাবে দেখে নেওয়া উচিত। অনলাইনে কেনাকাটার ক্ষেত্রেও সঠিক ওয়েবসাইট ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত

তথ্যের নিরাপত্তার বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতারণার শিকার হলে সাইবার পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করার কথাও জানান তিনি। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এই অভিযানে বাজারের ব্যবসায়ী মহলে চাঞ্চল্য ছড়ালেও, সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্যপণ্য নিয়ে সচেতনতা বাড়বে বলেই মনে করছেন অধিকারিকরা। এদিন বেশ কিছু আইসক্রিমের দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ নষ্ট আইসক্রিম বাজেয়াপ্ত করলো। সেই সঙ্গে আইসক্রিম ফ্যাক্টরি মালিকদের সতর্ক করলো এই বিষয়ে।

পুজোর আগে মণ্ডপে মণ্ডপে পুলিশি পরিদর্শন, নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন এসপি

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর : সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজো। উৎসবের আনন্দ যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনায় স্নান না হয়, তা নিশ্চিত করতে আগোভাগেই তৎপর হল রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা। সোমবার রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কুলদীপ সোনোয়ানে সুরেশ সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জেলার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন। এদিন জেলার একাধিক পুজোমণ্ডপে গিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা। মণ্ডপের নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং পুজোর দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি মণ্ডপের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক সংযোগ, আলোকসজ্জা-সহ



একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও খতিয়ে দেখা হয়। কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুজো উদযোজ্ঞাদের প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে ডিজে বক্স সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রাখার বিষয়েও কমিটিগুলিকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন রায়গঞ্জের অন্যতম আকর্ষণ উদয়পুর বারোয়ারি

কালীমন্দিরের পুজোমণ্ডপও পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার। এবছর সেখানে মহাভারতের আদলে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। সেই মণ্ডপের নিরাপত্তা ও প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইসলামপুরে দুঃসাহসিক চুরি !

নয়া জামানা, ইসলামপুর : গভীর রাতে বাড়ির গেট ভেঙে একদল দুষ্কৃতী ঢুকে পরিবারের সদস্যদের মারধর করে নগদ টাকা, সোনার গয়না ও মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

ইসলামপুর থানার ধনতলা হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ঘটনায় এক গৃহবধু ও তাঁর মেয়ে আহত হয়েছেন বলে পরিবারের দাবি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর রাতে প্রায় ৮ থেকে ১০ জনের একটি দল বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে

টাকা ও সোনার গয়না দাবি করে। অভিযোগ, গৃহবধুর গলা থেকে হীরের লকেট-সহ সোনার চেন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর বাড়ির আলমারি ও ড্রয়ার তছনছ করে নগদ টাকা, সোনার গয়না এবং তিনটি মোবাইল ফোন নিয়ে চম্পট দেয়।

একাধিক বিমানবন্দর চালুর উদ্যোগে নবান্নে মউ স্বাক্ষর

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর : বালুরঘাট বিমানবন্দর সহ আরও কয়েকটি বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে সোমবার মউ স্বাক্ষরিত হলো কলকাতার নবান্নে। এই সমঝোতা চুক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের সমঝোতা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হল ভারত সরকারের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন বিভাগ। এদিনের মউ চুক্তি স্বাক্ষর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট বিমানবন্দর পুনরায় চালু হওয়ার পথে এক উজ্জ্বল পদক্ষেপ বলে জেলাবাসী মনে করছেন সকলের আশা, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বালুরঘাট বিমানবন্দর পুনরায় চালু হবে এবং উড়ান পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে। মউ স্বাক্ষরের ঘটনায় জেলার ব্যবসায়ী মহল থেকে শুরু করে সরকারি আধিকারিক, চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষ ভীষণ খুশি উল্লেখ্য, গত ২রা সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সফরে এসে বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শন করে সেটি পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। এদিন মউ স্বাক্ষরের পর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার গভীর আশা প্রকাশ করে বলেন,



বালুরঘাট বিমানবন্দর সহ আরও কয়েকটি বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে সোমবার মউ স্বাক্ষরিত হলো কলকাতার নবান্নে। এই সমঝোতা চুক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

খুব শীঘ্রই বালুরঘাট বিমানবন্দর পুনরায় চালু হবে বলে আমি বিশ্বাস করছি। বলার অপেক্ষা রাখে না, দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকার পর পুনরায় বালুরঘাট বিমানবন্দর চালু

হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় জেলার সমস্ত স্তরের মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ও এদিনের মউ স্বাক্ষরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ভর্তি চলছে

PC Code : PCI-10903

ভবিষ্যৎ গড়ার সঠিক দিশা

আপনার পছন্দসই কোর্সে

D.Pharm (PCI স্বীকৃত ও WBSMF অনুমোদিত)

Chakda, P.O-Katna Via-20 Mile, P.S. Gazole, Dist. Malda, PIN-732124 (W.B.)

গাজোল কলেজ অফ এডুকেশন

College Road (via 20 Mile), P.O. - Katna, Gazole, Malda- 732124, West Bengal, India

আসন বুকিং চলছে

B.Ed & D.El.Ed

Mob: 9475647033 | Email: secretarygcd@gmail.com

MANGO VALLEY PHARMACY COLLEGE & RESEARCH

Approved by PCI - 9691

ভর্তি চলছে

“ ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী ” (D.Pharm)

VILL & POST- Saiyedpur, Via Jalalpur, PS- Kaliachak Dist. Malda, PIN-732206, W.B.

9475647033



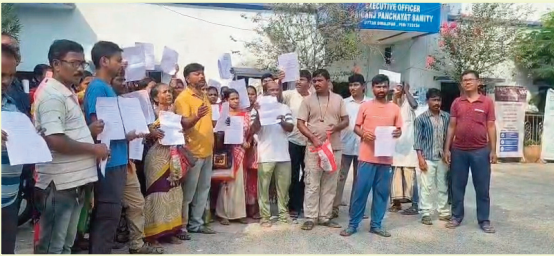
৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

বিনা অনুমতিতে আধার ব্যবহারের অভিযোগে রায়গঞ্জ ব্লক অফিসে বিক্ষোভ

নয়া জামানা,রায়গঞ্জ : ডব্লিউসিডি ওল্ড এজ পেনশন স্কিম-এর পোর্টালে বিনা অনুমতিতে আধার কার্ডের তথ্য ব্যবহারের অভিযোগ তুলে সোমবার রায়গঞ্জ ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক মানুষ। ঘটনাকে ঘিরে ব্লক অফিস চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রায় শতাধিক মানুষ এদিন ব্লক অফিসে জমায়েত হন। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের অনেকেই বার্ষিক ভাতা প্রকল্পের জন্য কোনও আবেদন করেননি। অথচ তাঁদের আধার নম্বর ব্যবহার করে সরকারি পোর্টালে আবেদন বা রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এবং তাঁদের



সম্মতি ছাড়াই এই কাজ করা হয়েছে। এদিন ভুক্তভোগীদের একাংশ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানান, তাঁদের আধার নম্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারি রেকর্ড খতিয়ে দেখে কীভাবে এই তথ্য পোর্টালে ব্যবহৃত হল, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক। পাশাপাশি, ভুল বা

অননুমোদিত তথ্য থাকলে তা দ্রুত সংশোধন এবং ভবিষ্যতে যাতে আধার তথ্যের অপব্যবহার না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেন। তাঁরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন অভিযোগকারীরা।

শ্রীঘরে প্রাক্তন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

সামির হোসেন,নয়া জামানা, কোচবিহার : প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তৃণমূলের জাদবল নেতা আজিজার রহমানকে গ্রেফতার করলো সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ রবিবার গভীর রাতে দিনহাটা শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে একুশের ভোটের পরবর্তী হিংসা, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ সহ নানা অভিযোগ রয়েছে। ২৬-এর বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার তাঁকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আশপাশ এলাকায় তৃণমূলের জাদবল নেতা ছিলেন আজিজার রহমান। প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহের একান্ত সহযোগী ছিলেন আজিজার



রহমান। তাঁর ডাকে মুহূর্তে হাজার মানুষের জমায়েত হতো। এবারের বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের দিন থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। দীর্ঘদিন বাইরে কাটানোর পর বেশ কয়েক দিন আগে তিনি দিনহাটায় ফিরে আসেন। তিনি দিনহাটা শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে বাস করছিলেন। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন গভীর রাতে সাহেবগঞ্জ থানার নয়ারহাট ফাঁড়ির একদল পুলিশ ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে আসে এবং তাকে গ্রেফতার করে। সোমবার তাকে দিনহাটা আদালতে

তোলা হলে বিচারক তার ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, দিনহাটা শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস প্রাক্তন সভাপতি বিশু ধর, তৃণমূল নেতা জয়দীপ ঘোষ, দিনহাটা শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেস প্রাক্তন সভাপতি পার্থ সাহা, দিনহাটা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মহেশ্বরী সহ এক বাঁক তৃণমূল নেতা প্রেণ্ডার হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই জামিনে মুক্ত হয়েছেন। এবার উদয়ন ঘনিষ্ঠ আজিজার রহমান প্রেণ্ডার হলেন।

নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে ছাত্রীনিবাসে আদিবাসী সংগঠনের পরিদর্শন

নয়া জামানা,বাঁকুড়া : বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধের অন্তর্গত বেঠুয়ালা আশ্রমিক বালিকা বিদ্যালয়ের আদিবাসী ছাত্রী নিবাসে ছাত্রীদের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিদ্যালয় ও ছাত্রী নিবাস পরিদর্শনে যান পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য যুব সম্পাদক মাননীয় হিরণ্ময় হাঁসদা-সহ সংগঠনের অন্যান্য যুব সদস্যবৃন্দ। পাশাপাশি অন্যান্য আদিবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত



ছিলেন। পরিদর্শনকালে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভিভূততা ও

অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করা হয়। ছাত্রীদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আদিবাসী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা যাচাই, প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আবাসিক ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক পরিচয়ে ডাম্পার আটক, ৫০ হাজার টাকা দাবির অভিযোগ

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি : সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বালি বোঝাই ডাম্পার আটক করে চালক ও মালিকের কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজগঞ্জের বেলাকোবা এলাকায়। অভিযোগের পর সামনে এসেছে একটি সিসিটিভি ফুটেজও। সেই ফুটেজকে ঘিরেই এখন শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বেলাকোবার শিকারপুর হাট এলাকায়। অভিযোগকারীদের দাবি, রাত প্রায় ২টা নাগাদ একটি বালি বোঝাই ডাম্পার আটক করা হয়। সেই সময় কয়েকজন যুবক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পরিচয় রায় ওরফে রাজু, তাপস মহন্ত এবং দীপু দাস-সহ মোট চারজন ছিলেন বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পরিচয় রায় নিজেকে একটি নিউজ পোর্টালের সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। অভিযোগ অনুযায়ী, ডাম্পারটি আটকে রেখে সেটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। এই ঘটনার পর শুক্রবার বেলাকোবা ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বালি ব্যবসায়ী ফিরোজ আলম এবং ডাম্পারচালক অজয় বিশ্বাস। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতেই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এরই মধ্যে ঘটনাস্থলের একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, ওই ফুটেজে সবুজ টি-শার্ট ও হাফপ্যান্ট পরা পরিচয় রায় ওরফে রাজু-সহ কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। যদিও ওই ফুটেজে ঠিক কী ঘটেছিল,



কারণ সন্দেহ কী কথা হয়েছিল বা টাকা চাওয়ার অভিযোগ কতটা সত্যি, তা তদন্তের পরই পরিষ্কার হবে। তবে গোটা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সাংবাদিক পরিচয় রায় ওরফে রাজু। তাঁর দাবি, তিনি কোনও টাকা চাইতে বা কাউকে ভয় দেখাতে সেখানে যাননি। রাতের দিকে তাঁর কাছে খবর আসে যে এলাকায় বালি পাচার হচ্ছে। সেই খবর পাওয়ার পরই তিনি সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলের দিকে যান। পরিচয় রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, খবর পাওয়ার পর তিনি তাঁর কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুকে ফোন করেন এবং স্থানীয়ভাবেও বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেন। এরপর তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে যান। সেখানে গিয়ে প্রথমে বরতলা মোড়ের কাছে একটি পুলিশ ভ্যান দেখতে পান বলে তাঁর দাবি। তিনি আরও বলেন, পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন কোথায় বালি বোঝাই ডাম্পারটি রয়েছে। কিছুক্ষণ পর একটি ১৪ চাকার ডাম্পার সেখান থেকে আসে। এরপর পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। পরে ডাম্পারের মালিক গাড়িটি নিয়ে একটি ক্লাবের সামনে আসেন। তাঁর দাবি, এরপর যা কিছু হয়েছে, সবটাই পুলিশের উপস্থিতিতেই হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তাঁকে বশে রাখার

জন্য বিভিন্ন দিক থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি এই ঘটনায় পাচারচক্রের সঙ্গে কিছু প্রশাসনিক লোকজন এবং সাংবাদিক মহলের একাংশ জড়িত থাকতে পারে বলেও তিনি দাবি করেছেন। তবে তাঁর এই অভিযোগগুলিরও স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকারের কাছেও প্রশ্ন করা হয়। সম্প্রতি বালি পাচার নিয়ে খবর করার জেরে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা বা হুমকির অভিযোগ উঠছে বলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। এমনকি কিছুদিন আগে রাজগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে দুর্নীতি বা পাচার সংক্রান্ত খবর করলে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হতে পারে বলে ফোন করা হয়েছিল এমন অভিযোগও তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়। এর জবাবে বিধায়ক বলেন, অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেউ বালি পাচার করে থাকলে তার বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে। আবার বালি পরিবহণ বা ব্যবসার ক্ষেত্রে সবকিছু যদি বৈধ থাকে, তাহলে প্রশাসনের তদন্তে সেটিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাঁর কথায়, বৈধ হলে কাউকে অযথা হয়রানি করার প্রশ্ন নেই, আর অবৈধ কিছু থাকলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওসি ট্রাফিকের বিদায় বেলায় চোখের জলে ভাসলেন স্থানীয়রা

নয়া জামানা,নদীয়া : বিদায় বেলায় চোখের জলে ভাসলেন এলাকাবাসী। তিনি নিজেকে পুলিশ মনে করতেন না, পরিবারের অভিভাবকের মতোই পাশে থাকতেন। এই কথা বলে চোখের জলে আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, হঠাৎই নদীয়া জেলার রানাঘাট পুলিশ জেলায় পুলিশের বড় সড়ক রদবদল হয়, ঠিক একইভাবে শান্তিপুর ওসি ট্রাফিক দীপক শিকদারের বদলি হয়ে যায়। সোমবার সকাল থেকেই তার বদলির খবর পেয়ে একে একে ভিড় জমায় শান্তিপুর ঘোড়ালিয়া ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু তাই নয়, সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে সকলেই সংবর্ধনা জানান ওসি ট্রাফিক দীপক



শিকদারকে। তারই মাঝে স্থানীয় বাসিন্দারাও ছুটে আসে ট্রাফিক ওসিকে সংবর্ধনা নিবেদন করতে। তবে বিদায় বেলায় আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না যুবতী থেকে শুরু করে গৃহবধুরাও। তাদের

আবেগ দেখে চোখের জলে ভাসলেন ওসি ট্রাফিক দীপক শিকদার। একেই বলে সম্পর্কই মানুষের কাছে মূল সম্পদ, যার জনজান্ত উদাহরণ ওসি ট্রাফিকের বদলির এই ঘটনা।



৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

জীবন জোড়া

নয়া জামানা

ডিজেল বনাম ব্যাটারিচালিত ট্রাক্টর, দূষণ ও খরচের চিত্র তুলে ধরল নতুন সমীক্ষা

ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১০ লক্ষ নতুন ট্রাক্টর রাস্তায় ও মাঠে নামে, যা যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী ট্রাকের মোট সংখ্যার প্রায় তিন গুণ। অথচ নিয়ন্ত্রণবিধির শিথিলতার কারণে এই ডিজেলচালিত যানগুলি সাধারণ বাস বা ট্রাকের তুলনায় প্রায় ৬০ গুণ বেশি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বাতাসে ছড়াতে পারে। ডিজেল ইঞ্জিনের একটানা শব্দ ও ঝাঁকুনি কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। এই পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী ডিজেল ইঞ্জিনের বদলে পরিবেশবান্ধব বিকল্প হিসেবে ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক ট্রাক্টর কতটা উপযোগী, তা খতিয়ে দেখতে দীর্ঘ সমীক্ষা চালিয়েছে পরিবেশ ও জ্বালানি গবেষণা সংস্থা 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন ক্রিন ট্রান্সপোর্টেশন'। হরিয়ানার বিভিন্ন জেলায় মোট এগারো মাস ধরে চলা এই মাঠপর্যায়ের গবেষণায় চারটি আলাদা প্রস্তুতকারকের পাঁচটি মডেলের ব্যাটারিচালিত ট্রাক্টর পরীক্ষা করা হয়। প্রচলিত কৃষিকাজ ছাড়াও পণ্য পরিবহণ, জমি তৈরি, ফসল তোলা এবং ফসল কাটার পর অবশিষ্টাংশ ব্যবস্থাপনার মতো বাস্তুব কাজের ওপর ভিত্তি করে এই ফলাফল তৈরি করা হয়েছে। মাঠের তথ্যে



উঠে এসেছে যে, ভারী কৃষিকাজে ব্যাটারিচালিত ট্রাক্টর ডিজেলের চেয়ে একর প্রতি প্রায় ৭৮ শতাংশ পর্যন্ত শক্তি সাশ্রয় করে। জমি চাষের মতো উচ্চ শক্তির কাজে খরচ কমেছে প্রায় ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত। এছাড়া বাতাসে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়া রুখতে এবং ফসলের গোড়া বা খড় প্রক্রিয়াকরণে এই পরিবেশবান্ধব যানগুলি ডিজেলের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি কাজ করেছে এবং জ্বালানি খাতে খরচ বাঁচিয়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশ। মাঠের পাশাপাশি পণ্য পরিবহণেও এই যান উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় দেখিয়েছে। ঘন ঘন বিরতি এবং ইঞ্জিন চালু রেখে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে স্বল্প দূরত্বের পরিবহণে

ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানির অপচয় বেশি হয়। সেখানে ব্যাটারিচালিত ট্রাক্টর ৯৫ শতাংশেরও বেশি শক্তি সাশ্রয় করেছে, যার ফলে খরচ কমেছে প্রায় ৯৮ শতাংশ। দূরপাল্লার পরিবহণেও খরচের সাশ্রয় হয়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ। কম অশ্বশক্তি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ সাধারণ কাজে সময় খরচের দিক থেকে ডিজেলচালিত ট্রাক্টরের সমকক্ষ বা এগিয়ে থেকেছে এই নতুন মডেলগুলি। তবে ব্যাটারির স্থায়ীত্ব এখনও এই প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। হালকা কাজে টানা অনেকক্ষণ চললেও, জমিতে ভারী কাজের সময় ব্যাটারিচালিত ট্রাক্টর টানা দেড় থেকে তিন ঘণ্টার বেশি চালানো যায়নি। অথচ

ফসলের ব্যস্ত মরশুমে ডিজেল ট্রাক্টর দিয়ে একটানা ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করা সম্ভব হয়। সমীক্ষায় আরও ধরা পড়েছে যে হরিয়ানার গুরুগ্রাম, পালওয়াল, পানিপথ ও যমুনানগরের মতো শিল্পপ্রধান জেলাগুলিতে চাষের জমির প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় ট্রাক্টর ব্যবহৃত হচ্ছে। এর অর্থ, নির্মাণকাজ ও বাণিজ্যিক পরিবহণেই ট্রাক্টরের বড় অংশ কাজে লাগানো হচ্ছে, যা দ্রুত বৈদ্যুতিকীকরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই ফলাফলের ভিত্তিতে গবেষণা সংস্থাটি সুপারিশ করেছে যে, সরকারি আর্থিক সহায়তা শুধু চাষের কাজেই সীমাবদ্ধ না রেখে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও ব্যাটারিচালিত ট্রাক্টরের জন্য চালু করা হোক। পাশাপাশি পুরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বিমানবন্দর পরিচালনায় এই যান বাধ্যতামূলক করা, সরকারি তালিকায় অনুমোদিত মডেলের অন্তর্ভুক্তি দ্রুত সম্পন্ন করা এবং চার্জের সমস্যা মেটাতে নির্দিষ্ট দূরত্বে ব্যাটারি অদলবদল কেন্দ্র গড়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে দূষণপ্রবণ এলাকাগুলিতে পুরনো ডিজেল ইঞ্জিনের বিরুদ্ধে কড়া নিয়ন্ত্রণবিধি দ্রুত কার্যকরের ওপরও জোর দিয়েছে সংস্থাটি।

ভারত-চীন বাণিজ্যে নির্ভরতার বাস্তবতা



সীমান্ত সংঘাতের পর ভারত ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কে কিছুটা স্থিতি ফিরলেও দুই দেশের অর্থনৈতিক সমীকরণ এখনও তীব্র অসমতার মুখোমুখি। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের মাধ্যমে দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালের সীমান্ত সংঘর্ষের পর এটিই ছিল চীনা প্রেসিডেন্টের প্রথম ভারত সফর। একই সঙ্গে সরাসরি বিমান পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়া এবং ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার মতো পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, কেবল বৈঠক কিংবা বিমান চলাচলের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের গভীর বাণিজ্যিক নির্ভরতা এবং কৌশলগত আস্থার সংকট দূর করা সম্ভব নয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে দুই দেশের অবস্থান পর্যালোচনা করলে এই ভারসাম্যহীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী মূল্য সংযোজিত শিল্পোৎপাদনে চীনের অংশ যেখানে ২৮ শতাংশ, সেখানে ভারতের অবদান মাত্র ৩ শতাংশ। পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও একই ধরনের বৈষম্য লক্ষণীয়; যেখানে বিশ্বের মোট পণ্য রপ্তানিতে চীনের ভাগ ১৬.৩ শতাংশ, সেখানে ভারতের ভাগ ১.৭ শতাংশের আশেপাশে। এর ফলে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। গত বছর চীন থেকে ভারতের আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে ১১৬ বিলিয়ন ডলার বেশি ছিল। চলতি বছরের আগস্ট মাসেই সেই ঘাটতি ইতিমধ্যে ৯১ বিলিয়ন ডলার স্পর্শ করেছে, যা পূর্ববর্তী সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভারতের শিল্প কাঠামোর একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো চীনের ওপর কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের অপরিহার্য নির্ভরতা। ভারতের প্রধান আমদানি পণ্যের তালিকায় থাকা বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য মূলত দেশীয় শিল্পের মৌলিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে ভারতের নিজস্ব উৎপাদন ও রপ্তানি যত বাড়ছে, মধ্যবর্তী সামগ্রীর জন্য চীনের ওপর নির্ভরতাও ততটাই বাড়ছে। স্মার্টফোন সংযোজন বা জেনেরিক ওষুধের মতো ক্ষেত্রগুলিতে ভারত প্রভূত উন্নতি করলেও, এগুলির মূল উপাদান এবং জটিল যন্ত্রাংশ এখনও প্রধানত চীন থেকেই আমদানি করতে হয়। এই কৌশলগত দুর্বলতা ভারতের অটোমোবাইল ও প্রতিরক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রেও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশীয় পর্যায়ে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগের স্বল্পতা এবং দক্ষ কারিগরি শ্রমিকের ঘাটতি এই সমস্যাকে আরও জটিল করেছে। ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ গবেষণায় ব্যয় হয়, যা এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেকটাই কম। এই ঘাটতি পূরণে ভারত সরকার সম্প্রতি চীনা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করেছে এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়ার নীতি নিয়েছে। ভারতের রপ্তানিও সাম্প্রতিক মাসগুলিতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার একটি অংশ চীনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তি খাতের যন্ত্রাংশের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে সীমান্ত সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান না হওয়া এবং ব্যাটারি, সেমিকন্ডাক্টর ও সৌরবিদ্যুতের মতো গুরুত্বপূর্ণ উন্নত প্রযুক্তির ওপর বৈজিৎয়ের কঠোর নিয়ন্ত্রণ দুই দেশের আস্থার ঘাটতিকে এখনও বহাল রেখেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বর্তমান কূটনৈতিক শিথিলতাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে ভারতের উচিত নিজস্ব অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা জোরদার করা, অন্যথায় এশিয়ার দুই বৃহৎ অর্থনীতির এই বাণিজ্যিক সমীকরণ একতরফাই থেকে যাবে।

টাটা টেকনোলজিসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে হোভা

ভারতীয় বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের জেরে নিজেদের ব্যবসায়িক কৌশল পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে বাধ্য হচ্ছে জাপানি গাড়ি নির্মাতা সংস্থা হোভা। স্থানীয় বাজারে খরচ প্রায় কুড়ি শতাংশ কমানো এবং গাড়ি তৈরির সময় পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে অর্ধেক নামিয়ে আনতে ভারতীয় প্রকৌশল সংস্থা টাটা টেকনোলজিসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করেছে তারা। নিজস্ব প্রযুক্তিতে একা চলার দীর্ঘদিনের নীতি থেকে সরে এসে ভারতীয় ক্রেতাদের পছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাশ্রয়ী গাড়ি তৈরি করাই এখন সংস্থাটির মূল লক্ষ্য। বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবসায় প্রত্যাশিত ক্ষতির মুখে পড়ে সংস্থাটি বর্তমানে খরচ কমানোর দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। সরবরাহকারীদের যন্ত্রাংশের দাম ব্যাপকভাবে কমানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, ভারতে ভবিষ্যৎ গাড়িগুলির জন্য যন্ত্রাংশ কোথা থেকে নেওয়া হবে, তা নিয়ে হোভার জাপানি ও ভারতীয় আধিকারিকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মতপার্থক্য চলছিল। জাপানি কর্তারা পণ্যের ধারাবাহিক মান বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক সরবরাহকারীদের ওপর ভরসা রাখতে চাইছিলেন, অন্যদিকে ভারতীয় দলটির মত ছিল স্থানীয় সরবরাহকারীদের কাজে লাগিয়ে খরচ ও সময় কমানো। এই টানাপড়ের কাটাতে এবং ভারতীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক গাড়ি নকশা করতে টাটা গোষ্ঠীর সহযোগী সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এক দশক আগেও ভারতে হোভার বাজার অংশীদারি ছিল সাত শতাংশেরও বেশি, যা বর্তমানে কমে মাত্র এক দশমিক তিন শতাংশে নেমে এসেছে। ভারতীয় গাড়ি বাজারে এসইউভি বা বড় গাড়ির বিপুল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সেখানে হোভার উপস্থিতি ছিল নামমাত্র। অতীতের বহু বৈশ্বিক মডেলকে ভারতের রাস্তায় নামাতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রযুক্তিনির্ভর ও বেশি দামি হয়ে পড়ার যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এবার তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। টাটা টেকনোলজিসের সঙ্গে এই অংশীদারির আওতায় চার মিতারের কম দৈর্ঘ্যের একটি ছোট এসইউভি তৈরি করা হচ্ছে, যা ২০২৮ সালের মধ্যে বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এরপর একটি মাঝারি মাপের এসইউভি এবং পরবর্তীতে নতুন সেডান গাড়ি বাজারে আনা হবে। নতুন এই গাড়িগুলির প্রযুক্তি, নিরাপত্তা এবং মূল মান নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই রাখবে হোভা।

ভারত-সুইস দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে জোর

ভারত ও চার দেশের ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য জোটের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি কার্যকর হওয়ার এক বছর পূর্তিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিন। সোমবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে আয়োজিত এই শীর্ষ বৈঠকে বাণিজ্য বৃদ্ধি, প্রযুক্তি আদানপ্রদান, বিনিয়োগ এবং দক্ষ কর্মীদের আন্তর্জাতিক যাতায়াত সহজ করার মতো একাধিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের এই তিন দিনের ভারত সফর দুই দেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক অংশীদারিকে আরও গভীর করার লক্ষ্যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছে কূটনৈতিক মহল। সফরের শুরুতে রাষ্ট্রপতি ভবনে সুইস প্রেসিডেন্টকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এর আগে সকালে রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সুইস প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রী ক্যারোলিন পারমেলিন। এছাড়া এদিন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও বৈঠক করেন সুইস রাষ্ট্রপ্রধান। সামাজিক মাধ্যমে বিদেশমন্ত্রী জানান, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ওপর ভিত্তি করে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারি আরও সুদৃঢ় করতে সুইস প্রেসিডেন্টের ইতিবাচক মনোভাব



ভারত ও চার দেশের ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য জোটের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি কার্যকর হওয়ার এক বছর পূর্তিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিন।

অত্যন্ত প্রশংসনীয়। চার সদস্যের এই বাণিজ্য জোটে সুইজারল্যান্ড ছাড়াও রয়েছে নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও লিশটেনস্টাইন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে স্বাক্ষরিত হওয়ার পর গত বছরের ১ অক্টোবর থেকে এই বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হয়েছিল। জোটের দেশগুলির মধ্যে সুইজারল্যান্ডই ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। আগামী ৭ অক্টোবর ভারত-সুইস বিশেষ বাণিজ্য সম্মেলনেও যোগ দেওয়ার

কথা রয়েছে সুইস প্রেসিডেন্টের। প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে এসে পারমেলিন জানান, দুই দেশের সম্পর্ক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিকাশ ও যৌথ ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে এক মজবুত মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। সফরের কর্মসূচি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি আয়োজিত বিশেষ নৈশভোজেও অংশ নেবেন তিনি।





৫ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিতে হবে: খালিদ

নয়া জামানা: চার গোলে হার নিঃসন্দেহে মন খারাপ করার মতো ফল। তবে ব্রাজিলের মতো বিশ্বসেরা দলের বিরুদ্ধে এই হারের পর ভারতীয় ফুটবলারদের জন্য সমালোচনার বদলে বরাদ্দ ছিল প্রশংসাই। ম্যাচ শেষে ভিনিসিয়াস-সহ ব্রাজিলের তারকাদেরও অভিবাদন জানান সমর্থকরা। পাঁচটা হাত নেড়ে অনুরাগীদের ভালোবাসা গ্রহণ করেন ব্রাজিলীয় ফুটবলাররাও। ঘরের মাঠে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে থাকা পানামার বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর ভারতীয় দলকে ঘিরে প্রত্যাশা বেড়েছিল। তবে পানামা ও ব্রাজিলের মধ্যে তুলনা যে চলে না, তা ভালোই জানত ভারতীয় শিবির। তাই আগের ম্যাচের ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন কোচ খালিদ জামিল। প্রথম ২৫ মিনিটে দারুণ লড়াইও উপহার দেন রায়ান উইলিয়ামসরা। কিন্তু গোলরক্ষক



গুরুপ্রীত সিং সাফুর ভুলে ছন্দপতন ঘটে। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ভারত ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে খালিদ বলেন, একটা ভুলই আমাদের লড়াইয়ের রিং থেকে ছিটকে দিল। প্রথম গোলের পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারিনি। তবে ছেলেরা লড়াই করেছে। এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে এগতে হবে। সামনে উরুগুয়ে ম্যাচ। আরও এক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল। তাদের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স মেলে ধরাই লক্ষ্য ক্লাব ফুটবলে ভিনিসিয়াসকে আটকাতে ইউরোপের তাবড় কোচদেরও কঠিন পরীক্ষা

দিতে হয়। ভারতীয় দলের কাছে কাজটা যে আরও কঠিন, তা স্বীকার করেছেন খালিদ। ভিনিসিয়াসকে আটকানোর দায়িত্বে থাকা অভিষেক টেকচাম সিং চেষ্টা করলেও তা যথেষ্ট হয়নি। তবে ফুটবলারদের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন কোচ। তাঁর কথায়, প্রতিপক্ষের তারকা ফুটবলারদের নাম না দেখে নিজেদের স্বাভাবিক খেলার পরামর্শই দেওয়া হয়েছিল। আশিক, অভিষেকরা লড়াই করেছেন। ব্রাজিল বিশ্বের অন্যতম সেরা দল হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক।

উরুগুয়ে ম্যাচে ফ্রি টিকিট পাবেন মেসি কাণ্ডে প্রতারিতরা

নয়া জামানা: ব্রাজিল ম্যাচের শেষেই বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। আগামী ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে ২২ হাজার ফ্রি টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বছর মেসি-কাণ্ডে যে সমস্ত দর্শক টিকিট কেটেও প্রিয় তারকাকে ঠিকমতো দেখতে পারেননি, তাঁদের জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসিকে দেখার আশায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভিড় করেছিলেন হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমী। মোটা টাকা খরচ করে টিকিট কেনার পরও অনুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় মেসিকেও তড়িঘড়ি মাঠ ছাড়তে হয়। ফলে মাঠে উপস্থিত বহু সমর্থক বাঁ-পায়ের জাদুকরকে কাছ থেকে বা ভালোভাবে দেখার সুযোগ পাননি। স্বাভাবিকভাবেই ফ্লোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত দর্শকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা



হলেও শেষ পর্যন্ত কোনও কার্যকর সমাধান হয়নি। সেই দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই এবার উরুগুয়ে ম্যাচে বিনামূল্যে টিকিট দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে মেসি-কাণ্ডে ক্ষুব্ধ সমর্থকদের একাংশের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, শনিবার ব্রাজিল দলের পক্ষ থেকেও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ স্মারক। দলের খে লোয়াড়দের সহি করা একটি হলুদ জার্সি তাঁর হাতে তুলে দেন ব্রাজিল দলের প্রতিনিধিরা। ব্রাজিলের সঙ্গে ম্যাচ ঘিরে যুবভারতীতে ফুটবল

উন্মাদনার আবহের মধ্যেই এই উপহার ও উরুগুয়ে ম্যাচের ফ্রি টিকিটের ঘোষণা নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। প্রশাসনের উদ্যোগকে মেসি-কাণ্ডে তৈরি হওয়া ফ্লোভ প্রশমনের পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। যাঁরা টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছিলেন এবং প্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে এই সুযোগ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে ২২ হাজার টিকিট কীভাবে বন্টন করা হবে, তার প্রক্রিয়া এখনও স্পষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট দর্শকদের চিহ্নিত করে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না, সেটিও জানার অপেক্ষায় সমর্থকরা।

চিনের ছুটির মরসুমে তরুণদের নয়া ঝোঁক

চিনের সাম্প্রতিক জাতীয় ছুটির দিনগুলোতে দেশটির তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সময় কাটানোর এক নতুন ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। নিছক খাওয়াদাওয়া, কেনাকাটা বা দর্শনীয় স্থান ঘোরার চিরচরিত ছক ছেড়ে তাঁরা এখন বেছে নিচ্ছেন অ্যাডভেঞ্চার এবং দলবদ্ধ শরীরচর্চার রোমাঞ্চকে। চিনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর চেন্দুতে চালানো সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অন্তত ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা তাঁদের ছুটির দিনে শিক্ষানবিশদের উপযোগী নতুন খেলা শিখাতে বেশি আগ্রহী। বিশেষত, রক ক্লাইম্বিং বা কৃত্রিম পাহাড়ে চড়া এবং আন্ডারওয়াটার ডাইভিংয়ের মতো খে লাগুলো তরুণদের অন্যতম পছন্দের তালিকায় উঠে

এসেছে। চেন্দুর একটি ক্লাইম্বিং সেন্টারের প্রশিক্ষক গাও চেনফেই জানাচ্ছেন, প্রাথমিক কোর্সের পরই শিক্ষানবিশরা নিরাপদে বেশ কয়েকটি ধাপ পেরোতে পারছেন। চুড়ায় পৌঁছানোর পর তাঁদের আত্মবিশ্বাসের পারদও চড়ছে। এক তরুণ ক্লাইম্বার জানান, এই খেলা তাঁদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করার পাশাপাশি সমমনস্ক নতুন বন্ধু তৈরিতেও সাহায্য করছে। অন্য দিকে, ডাইভিংয়ের প্রতিও তরুণদের ঝোঁক বাড়ছে। এক ডাইভিং ক্লাবের ম্যানেজার জি সং জানান, তাঁদের ছুটির দিনের কোর্সগুলো এক সপ্তাহ আগেই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

ভারতকে ৪ গোল

তবুও ব্রাজিলকে ধুয়ে দিল দেশের মিডিয়া

নয়া জামানা: ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত ১৩৮, ব্রাজিল ৬। দুই দলের ব্যবধান আসমান-জমিন। তাই যুবভারতীতে ভারতকে ৪-০ গোলে হারানো ব্রাজিলের কাছে স্বাভাবিক ফল বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু জয় পেয়েও স্বস্তিতে নেই কার্লো অ্যাসেলোত্তির দল। দেশের সংবাদমাধ্যমে বরং তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে সেলেকাওরা। ব্রাজিলের জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম ইউওএল লিখেছে, দুর্বল ভারতের বিরুদ্ধে ৪-০ জয় নিছকই রুটিন ফল। এত দুর্বল প্রতিপক্ষ পেয়েও মাঠে ব্রাজিল কার্যত ঘুমিয়ে ছিল বলে কটাক্ষ করেছে তারা। বাঁ-প্রান্তে ভিনিসিয়াস জুনিয়র একাধিকবার ফাঁকা জায়গা পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি। ভুল পাস এবং খাপছাড়া ফুটবল নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। টেরা নিউজের দাবি, ভারতের মতো দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেও ব্রাজিলের পারফরম্যান্স মন ভরাতে পারেনি। ও গ্লোবো ম্যাচটিকে প্রায় অনুশীলন ম্যাচ হিসেবে দেখে ছে। তাদের মতে, বলের দখল



থাকলেও আক্রমণে তেমন তাগিদ ছিল না ব্রাজিলের প্রাক্তন ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার ফেলিপে মেলোও সমালোচনায় সরব। তাঁর বক্তব্য, ব্রাজিল ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার গরম-আর্দ্রতাকে অজুহাত মানতে নারাজ তিনি। তাঁর মতে, মানসিক তাগিদের অভাবই বড় সমস্যা। পরিবর্ত হিসেবে নেমে মাটিনেলি ও জোড়া গোল করা স্যামুয়েল লিনো তুলনামূলক বেশি ছে। তাদের মতে, বলের দখল

করেন মেলো। শুধু দল নয়, ব্রাজিলীয় ফুটবল সংস্থাও সমালোচনার মুখে। ফুটবল পোর্টাল ট্রাইভেলা প্রশ্ন তুলেছে টিকিটের চড়া দাম ও ফাঁকা গ্যালারি নিয়ে। তাদের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে টিকিট রেখে ভারতে ম্যাচ আয়োজনের অর্থ কী, তা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। ফলে যুবভারতীতে চার গোলের জয় এলেও, ঘরের মাটিতে সংবাদমাধ্যমের সমালোচনায় অস্বস্তিতে অ্যাসেলোত্তির ব্রাজিল।

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী

আইচি-সদস্যমাণ্ড গেমসে প্রতিযোগীদের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রতিযোগিতায় ২১টি সোনা, ২৭টি রূপো এবং ৩৭টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ৮৫টি পদক জিতে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে শেষ করেছে ভারত, যা এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাফল্য।



সমাজমাধ্যমে ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ফল ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসের সমাপ্তিলগ্নে, আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে ভারতীয় দলের প্রতিটি সদস্যের দৃঢ় সংকল্প, আবেগ এবং অসামান্য খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবকে আমি কুর্নিশ জানাই। পদকজয়ীদের অসামান্য পারফরম্যান্স দেশকে বিপুল আনন্দ দিয়েছে। উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ফল আমাদের সমস্ত পদকজয়ীকে অভিনন্দন। আগামী বছরগুলিতে এই গেমস আরও বৃহত্তর সাফল্যে অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং তৃণমূল

স্তরেও খেলাধুলোকে শক্তিশালী করতে অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী। এবারের গেমসে দলগত ও ব্যক্তিগত; উভয় ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক সাফল্য পেয়েছে ভারত। ক্রিকেট ও কবডিতে পুরুষ এবং মহিলা উভয় দলই সোনা জিতেছে। মালয়েশিয়াকে ৫-১ ব্যবধানে হারিয়ে পুরুষ হকি দল তাদের খেতাব ধরে রেখেছে এবং আয়োজক চীনকে ১-০ গোলে হারিয়ে ৪৪ বছরের খরা কাটিয়ে সোনা ছিনিয়ে নিয়েছে মহিলা হকি দল। পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্তরেও ইতিহাস গড়েছেন ভারতীয় মহিলা। গলফে প্রণবী উরস এবং অনুপ্রেরণা জোগাবে এবং তৃণমূল

মোহোদ প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। মেরি কমের পর মাত্র দ্বিতীয় ভারতীয় মহিলা বক্সার হিসেবে সোনা জিতেছেন লভলিনা বোরগোহাইন। এবারের আসরে অ্যাথলেটিক্স থেকে সর্বোচ্চ ২৪টি এবং শ্যুটিং থেকে ১৫টি পদক এসেছে, তবে ৫টি সোনা জিতে ভারতের সবচেয়ে সফল ক্রীড়া ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে আর্চারি। প্রধানমন্ত্রীর আশা, জাপানের মাটিতে অ্যাথলিটদের এই অবিস্মরণীয় লড়াই আগামী দিনে দেশের আনাচেকানাচে নতুন প্রতিভাদের খেলাধুলোয় উদ্বুদ্ধ করবে।